বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

আইনের খসড়া বিষয়ে রামরু'র পর্যবেক্ষণ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

২০২১ সনের ... নং আইন

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।— বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা ১৭ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন (;) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তাহার পর নিম্নরূপ দফা (১৮) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(১৮) **"সাব-এজেন্ট"** বা **"প্রতিনিধি"** অর্থ ধারা ১৪ক এর অধীন কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে সবেতন বা বিনাবেতনে কর্মরত কোনো ব্যক্তি, তিনি মধ্যস্বত্বভোগী, সাব-এজেন্ট, দালাল, কিংবা অন্য যে নামেই অভিহিত হইয়া থাকুক না কেন।"

৩। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২ক এর সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ২ এর পর নিম্নরূপ ধারা ২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**২ক। আইনের প্রাধান্য।**— (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধসমূহের বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের সকল কার্যক্রম এবং অনিয়মিত (irregular) বা আইনবহির্ভূত (unlawful) অভিবাসনসংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব এই আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।"

৪। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় লাইনের "লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে" শব্দসমূহের পরিবর্তে "লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল বা অনুর্ধ্ব ১(এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা ৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩ক। উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, সরকার, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক, উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্ত ও শুনানী ব্যতিরেকে কিংবা তাহা চলাকালীন যে কোন লাইসেন্সের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে।"

৫। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে ধারা ১৪ক এর সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পর নিম্নরূপ ধারা ১৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**১৪ক। সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব।**— (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার পক্ষে এই আইনের অধীন অভিবাসনসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন স্বাভাবিক ব্যক্তিকে (natural person), এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা অথবা সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশের (Order) মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি একইসাথে একাধিক রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হইতে পারিবেনা।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিবন্ধিত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির অভিবাসনসংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট ও নিযুক্ত সাব-এজেন্ট উভয়ই যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।"

৬। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনামের সংশোধন।**— উক্ত আইনের সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনামের "অধিকার" শব্দের পর "ও দায়-দায়িত্ব" শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে।

৭। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর দ্বিতীয় লাইনের "কোন অভিবাসী কর্মী" শব্দসমূহের পর "অথবা অন্য কোন ব্যক্তি," শব্দসমূহ ও কমা চিহ্ন সংযোজিত হইবে।

৮। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে ৩০ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৩০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা: ।—

"**৩০ক। অভিবাসী কর্মীর দায়-দায়িত্ব।**— (১) প্রত্যেক অভিবাসী কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বৈধ পন্থা অবলম্বন করিবে এবং বিদেশে অবস্থানকালে অনিয়মিত (irregular), বা নথিপত্রহীন (un-documented) বা আইনবহির্ভুত (unlawful) যেকোন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকিবে।

(২) প্রত্যেক অভিবাসী কর্মী এই আইনের অধীন অভিবাসন কিংবা বৈদেশিক কর্মসংক্রান্ত নথিপত্র তৈরী অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে সত্য ও যথাযথ তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।"

৯। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর চতুর্থ লাইনের "অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ এবং বন্ধনীসমূহের পরিবর্তে "অন্যূন ২ (দুই) বৎসর হইতে অনধিক ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ এবং বন্ধনীসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে ৩৩ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৩৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**৩৩ক। লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের পর রিক্রুটমেন্টসংক্রান্ত কার্যক্রমের দণ্ড।**— এই আইনের ধারা ১২ বা ১৩ এর অধীন লাইসেন্স স্থগিত, বাতিল বা প্রত্যাহারের পর কোন রিক্রুটিং এজেন্ট রিক্রুটমেন্টসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট অন্যূন ১ (এক) বৎসর হইতে

অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

১১। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৫ এর প্রতিস্থাপন।— উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা: ।—

"**৩৫। অননুমোদিতভাবে শাখা অফিস পরিচালনা ও সাব-এজেন্ট নিয়োগের দণ্ড।**- (১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট ধারা ১৪ অথবা ধারা ১৪ক এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো শাখা অফিস পরিচালনা করিলে কিংবা কাউকে উহার সাব-এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি ধারা ১৪ক এর অধীন নিবন্ধন গ্রহণ না করিয়া কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্টরূপে কাজ করিলে অথবা নিজেকে সেইমর্মে উপস্থাপন করিলে তিনি ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হইতে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

১২। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৩৫ক ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৩৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৫ক। **দায়িত্বে অবহেলার জন্য দণ্ড।**- (১) কোনো অভিবাসী কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিলে কিংবা বিদেশে অবস্থানকালে অনিয়মিত (irregular), বা নথিপত্রহীন (un-documented) বা আইনবহির্ভূত (unlawful) যেকোন কার্যকলাপ করিলে অন্যূন ১ (এক) বৎসর হইতে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো অভিবাসী কর্মী অভিবাসন ছাড়পত্র অথবা বৈদেশিক কর্মের ভিসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য প্রদান কিংবা জানিয়া-শুনিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (material fact) গোপন করিলে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

১৩। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর –

(ক) প্রথম লাইনের "ধারা ৩৩ ও ৩৪ এর অধীন অপরাধসমূহ" শব্দসমূহ ও সংখ্যাসমূহের পরিবর্তে "ধারা ৩১, ৩৩, ৩৩ক ও ৩৪" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও কমা চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দ্বিতীয় লাইনের "ধারা ৩১, ৩২ ও ৩৫ এর অধীন অপরাধ" শব্দসমূহ ও সংখ্যাসমূহের পরিবর্তে "৩২, ৩৫ ও ৩৫ক এর অধীন অপরাধসমূহ" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও কমা চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

আইনের খসড়া বিষয়ে রামরু'র পর্যবেক্ষণঃ

১) যেহেতু সংশোধনী আইনের খসড়া মোতাবেক মূল আইনের ২(১৮) ধারায় 'সাব-এজেন্ট'-এর একটি সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে এবং মূল আইনে ১৪ক (৪) উপধারা অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করে সেখানে সাব-এজেন্টদের যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী করার বিধান রাখা হয়েছে, সেহেতু বিদ্যমান ২০১৩ সালের আইনের অষ্টম অধ্যায়ের ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ধারা ও ক্ষেত্রমত আইনটির প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ধারায় রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি **'সাব-এজেন্ট'** উল্লেখ করা প্রয়োজন;

২) অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ বিকল্প উপায়ে নিষ্পত্তি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান আইনের ৪১ ধারায় উল্লেখিত 'সালিশ'-কে আরো সুস্পষ্ট করতে ২০১৩ সালের মূল আইনের ২ ধারায় **'সালিশ/Arbitration'**-এর একটি সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়াও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি-১৫ তে 'সালিশ বা মধ্যস্থতা'র কথা বলা হয়েছে। সালিশ ও মধ্যস্থতা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া। এই দ্বিধা দূর করতেও মূল আইনের ২ ধারায় **'সালিশ/Arbitration'**-এর একটি সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন;

৩) বিদ্যমান আইনে ২ক ধারা সংযুক্ত করে আইনটির প্রাধান্য ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়েছে সংশোধনী আইনের খসড়ায়, যা বিদ্যমান আইনের ৪৬ ধারার সাথে সাংঘর্ষিক। অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধের সাথে মানবপাচার অপরাধও সংঘটিত হয়ে থাকে। যেহেতু মানবপাচার আইনের শাস্তির বিধান অপেক্ষা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের শাস্তির বিধান তুলনামূলক লঘু, সেহেতু প্রস্তাবিত ২ক ধারার বিধানের কারণে মানবপাচারের অপরাধে অভিযুক্তরা অধিক শাস্তি এড়ানোর সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে 'প্রাধান্য' ঘোষণা না করে বিদ্যমান ৪৬ ধারার অনুরুপ **'পরিপূরক'** ঘোষণা করা যেতে পারে;

৪) সংশোধনী আইনের খসড়ায় মূল আইনে ১৪ক ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত ১৪ক(৩) উপধারায় একজন সাব-এজেন্টের একাধিক রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সাব-এজেন্টদের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং অভিবাসীদের জন্য সেবার মান বৃদ্ধি ও অভিবাসনে প্রতারণার হার কমিয়ে আনতে একজন সাব-এজেন্টকে একাধিক রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় *(**দ্রষ্টব্যঃ** রামরু প্রস্তাবিত দালাল নিবন্ধনের তিনটি মডেল)*;

৫) বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ হতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তন করানোর খরচ প্রদান এবং প্রয়োজনে রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের ১৮ ধারার (২) ও (৩) উপধারার শেষে উল্লেখিত May

অর্থে ব্যবহৃত 'যাইবে' ও 'পারিবে' Shall অর্থে **'করিবে'** দিয়ে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। বিষয়টি সংশোধনী আইনের খসড়ায় অন্তর্ভূক্ত করা দরকার;

৬) বিদ্যমান আইনের ২৭ ধারায় অভিবাসী কর্মী এবং অভিবাসনের নামে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের যুক্তিসঙ্গত আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই ধারায় আইনগত সহায়তা কিভাবে প্রদান করা হবে তার উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে সংশোধনী আইনের খসড়ায় বিস্তারিত উল্লেখ করা দরকার;

৭) বিদ্যমান আইনের ২৯ ধারায় কোনো সরকারি সংস্থার তত্ত্বাবধানে বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত হয়নি। এছাড়াও এই ধারার (৩) উপধারার শেষে উল্লেখিত May অর্থে ব্যবহৃত 'পারিবে' Shall অর্থে **'করিবে'** দিয়ে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। বিষয়গুলো সংশোধনী আইনের খসড়ায় অন্তর্ভূক্ত করা দরকার;

৮) মূল আইনে ৩০ক ধারা সংযোজিত করার জন্য সংশোধনী আইনের খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে। যেখানে ৩০ক(১) উপধারায় অভিবাসী কর্মীর দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধানে বলা হয়েছে- *'প্রত্যেক অভিবাসী কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বৈধ পন্থা অবলম্বন করিবে এবং বিদেশে অবস্থানকালে অনিয়মিত (irregular) বা নথিপত্রহীন (un-documented) বা আইনবহির্ভূত (unlawful) যেকোনো কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকিবে'।* অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'প্রশিক্ষণ গ্রহণ' না করে বিদেশ গমন, বিদেশে 'অনিয়মিত' বা 'নথিপত্রহীন' হওয়ার ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীদের কোনো হাত থাকে না। তাই এ বিধানটি অভিবাসী কর্মীদের অনাকাঙ্ক্ষিত হয়রানির মুখোমুখি করবে এবং তা শ্রম অধিকারের লঙ্ঘন। বিধানটি উক্ত ধারা থেকে বাদ দিতে রামরু জোর দাবি জানাচ্ছে;

৯) সংশোধনী আইনের খসড়ায় অভিবাসী কর্মীদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য দণ্ড নির্ধারণে বিদ্যমান আইনে ৩৫ক ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থানকালে অপরাধের জন্য সেই দেশের নির্ধারিত আইন থাকার পরেও আমাদের আইনে আলাদা করে অপরাধ ও তার শাস্তি নির্ধারণ সমীচীন হবে না। ৩৫ক ধারার শাস্তির বিধান Natural Justice এবং ন্যায়পরায়ণতার নীতির অনুকূল নয়। সর্বোপরি ৩৫ক-এর (১) ও (২) উপধারায় প্রস্তাবিত দণ্ডের বিধান আমাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অভিবাসী কর্মীদের ওপর দণ্ড আরোপের এই বিধান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও একটি ভুল বার্তা পৌঁছবে। সুতরাং দণ্ড আরোপের বিধানটিও খসড়া আইন থেকে বাদ দিতে রামরু জোর দাবি জানাচ্ছে;

১০) বিদ্যমান আইনের ৪১(২) ও (৩) উপধারায় উল্লেখিত **'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ'** সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত হওয়া উচিত;

১১) বিদ্যমান আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘শ্রম কল্যাণ উইং’ বিষয়ে কিছু বিধান রয়েছে। কিন্তু সেখানে উইং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দায়িত্বে অবহেলার ক্ষেত্রে কোনো বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান নেই। সংশোধনী আইনের খসড়ায় এ সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।